দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

50

চট্টগ্রামে ১০ হাজার ছাত্র এখনও কলেজে ভর্তি হতে পারেনি

মহসিন চৌধুরী, *চট্টগ্রাম অফিস*

চট্টগ্রাম জেলা থেকে পাস করা ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী এখনও কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী হচ্ছে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার। ষ্টার মার্কস পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রীই কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করতে না পারায় অভিভাবক মহল মারাত্মক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

জেলা প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ সূত্র জানায়, গত বছর চট্টগ্রামের ১৪ থানা ও মেট্রোপলিটনের ৬টি থানায় পাঁচ শতাধিক মাধ্যমিক স্কুলের ৫৫ হাজার ৭শ' ৯২ জন ছাত্রছাত্রী, ৩৭টি কেন্দ্র এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে প্রায় সাড়ে ৩৯ হাজার। ৭৫ ভাগ পেয়েছে প্রথম বিভাগ, পাঁচ হাজারের উপরে পেয়েছে ষ্টার মার্কস।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে সরকারী-বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৮৭টি। চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি মহিলা কলেজসহ সরকারী কলেজের সংখ্যা মাত্র ৫টি। এসব কলেজের আসন সংখ্যা চার হাজারের মতো। সবক'টি কলেজ মিলিয়ে অর্থাৎ শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে আসন সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ হাজার। তারপরও গত বছর ভর্তি হয়েছে ২৮ হাজার পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট মহল জানায়, এসব কলেজে কোন কোটা পদ্ধতি না থাকায় ভাল প্রতিষ্ঠিত কলেজ হিসাবে পরিচিত কলেজগুলোতে দূর জেলা থেকেও ছাত্রছাত্রী এসে ভর্তি হয়। এদিক থেকেও জেলার ছাত্রছাত্রীদের আনুপাতিক আসন হ্রাস পায়। বিভিন্ন কলেজে (সরকারী) খবর নিয়ে জানা যায়, চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য নির্বাচিত সর্বনিম্ন প্রার্থীর মার্ক ছিল ৮১৯। হাজী মহসিন কলেজে ৭৭৭। সরকারী কমার্স কলেজে সর্বনিম্ন মার্ক আসে ৭৩২। ইস্পাহানী পাবলিক কলেজে মার্ক আসে ৭৮২ তে। সবচেয়ে বড় কথা নগরীর বেসরকারী কলেজগুলোও এ বছর ভর্তি ফরম নেয়ার আগে নির্দিষ্ট নম্বর যোগ্যতার জন্য বেঁধে দেয়। এমইএস কলেজকে এক সময় উন্মুক্ত কলেজ হিসাবে পরিচিতি দেয়া হলেও এ বছর তারা যোগ্যতার জন্য প্রথম বিভাগ বেঁধে দিয়েছে। এখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ৬ হাজার বেশি অর্থাৎ ১৮ হাজার।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, এমইএস কলেজে এবার ভর্তিকৃত অধিকাংশই চট্টগ্রাম নগরীর প্রতিষ্ঠিত স্কুল গুলোর ছাত্রছাত্রী। এমনকি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত এখানে ভর্তি হয়েছে।

অন্যদিকে অন্তত ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী এখনও ভর্তি হতে না পেরে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। অনেকে গ্রামের কলেজের দিকে ছুটছে ভর্তির আশায়।